যুগান্তর

তারিখ ... 25 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইউজিসির উদ্যোগ

সরকারি ভার্সিটির ৫ সহস্রাধিক শিক্ষকই শিক্ষা কার্যক্রম বিচ্ছিন্ন

মুশতাক আহমদ

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অনুমতি ছাড়া খণ্ডকালীন কাজ করা, নিজ কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা, নিয়মিত ক্লাস না নেয়া, ক্লাস নেয়ার পর কর্মস্থল থেকে পালানো, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে বিলম্ব, খাতা মূল্যায়নে পক্ষপাতিত্ব, শিক্ষা ছুটি নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন না করে অন্য কাজে লিপ্ত থাকাসহ নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন তারা। ৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষকদের অর্ধেকেরই বেশি এসব অপকর্মে জড়িত। প্রায় ২২শ' শিক্ষক নানা ধরনের ছুটিতে গেছেন। এর মধ্যে ৫১০ শিক্ষকের হদিসই মিলছে না। ১৫ শতাধিক শিক্ষক আছেন শিক্ষা ছুটিতে। এছাড়া আরও তিন সহস্রাধিক শিক্ষক দেশের ভেতরে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন। এনজিও ব্যবসা, বিদেশী সংস্থায় পরামর্শকসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করছেন আরও সহস্রাধিক শিক্ষক। এর বাইরে ১৭৭ জন প্রেষণে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। সব মিলিয়ে ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার ৭৪৪ শিক্ষকের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষকই কোনও না কোনওভাবে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন মূল শিক্ষা কার্যক্রম থেকে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিক্ষকদের এই 'বিশ্ববিদ্যালয় ছুট' প্রবণতা আর নিম্ন প্রতিষ্ঠানকে ফাঁকি দেয়ার কারণে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও বিচ্ছিন্ন : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

বিচ্ছিন্ন : শিক্ষা কার্যক্রম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিচ্ছিন্ন হচ্ছে লেখাপড়া ও গবেষণা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের দায়িত্ব পালন এবং বার্ষিক আচরণের ওপর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নের চিন্তাভাবনা করছে দেশের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম দেখভালকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে তারা জাতীয় সংসদে সুপারিশমালাও পাঠিয়েছে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, সাধারণত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যোগ্যতা অত্যন্ত উঁচুমানের হয়ে থাকে। বেশির ভাগ শিক্ষকই নিষ্ঠাবান এবং তাদের অবদান জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগও রয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষক হিসেবে তাদের কাছে জাতি যা প্রত্যাশা করে, তা থেকে শিক্ষকদের বিরত থাকার প্রত্যাশা তিনিও করেন।

আর এ ব্যাপারে ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের অনিয়মে জড়িয়ে পড়ার চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে, শিক্ষকদের এসব কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থী সমাজ ও সাধারণ জনগণের মধ্যে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিয়েছে। ওই রিপোর্ট সংসদের আসন্ন অধিবেশনে পেশ করার কথা রয়েছে।

ইউজিসির রিপোর্টে বলা হয়, অনেক শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস না নিয়ে ও শিক্ষার্থীকে আগেভাগে না জানিয়েই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকছেন। এমনকি ব্যবহারিক ক্লাসে পর্যন্ত তারা অনুপস্থিত থাকছেন। শিক্ষকের সপ্তাহে কত ঘণ্টা ক্লাস নিতে হবে তার নিম্নতম নিয়ম থাকলেও তা মানা হয় না। এর সঠিক ব্যাখ্যাও নেই। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস রুমসহ শিক্ষকের অফিস কক্ষ দুপুরের পর তালাবদ্ধ থাকে। শিক্ষকের সময়মতো পরীক্ষার খাতা দেখা শেষ না করা এবং তার কারণে ফল প্রকাশে বিলম্বের অভিযোগও রয়েছে।

সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করা নিয়ে। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ওই সব প্রতিষ্ঠানে বেশি সময় দেন। আর অনেকেই একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে থাকেন।

ইউজিসি বলছে, বছরে ৫২ সপ্তাহের মধ্যে মাত্র ৩০ থেকে ৩২ সপ্তাহ ক্লাস হয়ে থাকে। বাকি সময় থাকে ছুটি। ক্লাস নেয়া ছাড়া অন্যান্য কাজ যেমন গবেষণা, প্রশাসন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা ইত্যাদি কাজের জন্য কত সময় একজন শিক্ষককে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকতে হবে— এ সম্পর্কে কোনো বিধান নেই। যে কারণে শিক্ষকরা এই সুযোগ নিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকছেন। এর বাইরে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক অন্য প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত সময় বা কি পরিমাণ দায়িত্ব বহন করতে পারবেন, সে ব্যাপারেও কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এ কারণে জরুরিভিত্তিতে নীতিমালা প্রয়োজন বলে মনে করছে ইউজিসি।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিক্ষকদের নানাপন্থায় কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মধ্যে শিক্ষা, অর্জিত, ঐচ্ছিকসহ বিভিন্ন ধরনের ছুটি এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো, এনজিও বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক, অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষক, নিয়োগ কমিটির সদস্য হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের 'ব্যাপবাণিজ্য' রয়েছে। এর বাইরে সভা-সেমিনার বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক-প্রোগ্রাম তো রয়েছেই।

যৌন নিয়ে জানা গেছে, এর মধ্যে 'ব্যাপশিপে' ডুবে যাওয়াটাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর কারণে শিক্ষকরা একদিকে অসত্য তথ্য দিয়ে যেমন ছুটি নিয়ে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ডুবে যাচ্ছেন, অন্যদিকে ছুটি না নিয়েও নিজের মূল প্রতিষ্ঠানে ফাঁকি অনেকে ক্লাস নিচ্ছেন সেখানে।

বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও উদ্যোক্তারা অভিযোগ করেছেন, তাদের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের মূল ভরসা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কিন্তু তাদের প্রায় সবাই একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়িত হন। বিপরীত দিকে পয়সাও বেশি নেন। বেশি টাকা দিয়েও অনেকটা সময়মতো এবং ঠিকমতো মেলে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির সহ-সভাপতি আবুল কাসেম হায়দার জানান, অনেক শিক্ষকই একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়িত হন। যে কারণে তারা কোনো প্রতিষ্ঠানকেই ঠিকমতো সময় দেন না। তিনি বলেন, এমনিতেই শিক্ষকের চরম সংকট রয়েছে। স্থায়ী শিক্ষক তো বটেই খণ্ডকালীন শিক্ষকও কম রয়েছে। কিন্তু এরপরও সরকার নতুন আরও বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছে।

প্রশাসনের অসহযোগ : যৌন নিয়ে জানা গেছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এভাবে দায়িত্বে অবহেলা, অননুমোদিত ছুটি ও অনুপস্থিতির ঘটনা নতুন নয়। গত কয়েক বছর ধরে চলছে অনেকের এই দায়িত্ব জ্ঞানহীন কর্মকাণ্ড। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছানোর কারণে কয়েক বছর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা ছুটিসহ অন্যান্য ছুটিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়, কোনো বিভাগের সর্বাধিক ৩০ ভাগের বেশি শিক্ষক ছুটিতে যেতে পারবেন না।

কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি প্রশাসনও বিষয়টির প্রতি আন্তরিক নয়। বিশেষ করে ভোটের রাজনীতি আছে যে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে এই সমস্যা প্রকট। সাধারণ শিক্ষকদের ভোট পাওয়ার জন্য তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকারের প্রতি নজর দেন না। এখানেই শেষ নয়, ২০০৯ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের খাতা দেখার অবহেলা দূরীকরণের লক্ষ্যে তৎকালীন প্রোভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ উদ্যোগ নিলে প্রশাসনেরই অন্য কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অসহযোগিতা পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সূত্র জানায়, এভাবেই একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দিন দিন স্বেচ্ছাচারিতা বাড়ছে, অন্যদিকে সরকারি প্রশাসনও কাজে আসছে না।

২২শ' শিক্ষক নানা ছুটিতে : ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার ৭৪৪ শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ২২শ' শিক্ষক নানা ধরনের ছুটিতে। এর মধ্যে কর্মরত আছেন মাত্র ৮ হাজার ৫৪৫ জন। ১ হাজার ৫১২ জন শিক্ষা ছুটিতে, ১৭৭ জন প্রেষণে অন্য প্রতিষ্ঠানে আর ৫১০ জন বিনা ছুটিতে লাপাত্তা হয়ে আছেন। দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক রয়েছেন ২ হাজার ১০১ জন। এর মধ্যে ২৮২ জন শিক্ষা ছুটিতে, ২০ জন প্রেষণে আর ৩৫৭ জন আছেন অননুমোদিত ছুটিতে। বুয়েটে মোট শিক্ষকের পদ ৬৪৪টি। কিন্তু কর্মরত আছেন ৪৭৬ জন। বাকিরা বিভিন্ন ধরনের ছুটিতে। নবীনতম বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৬টি শিক্ষকের পদ রয়েছে। এর মধ্যে কর্মরত মাত্র ৩৬ জন। ১৯ জনের হদিস নেই। আরও একজন আছেন প্রেষণে অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। ইউজিসির ওই রিপোর্টে দেখা যায়, এভাবে জাহাঙ্গীরনগর, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেটের শাহজালাল এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছুটির হার বেশি। ছুটির মিছিলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকা দীর্ঘ।

আইনের ফাঁক : যদিও ইউজিসি শিক্ষকদের আচরণ আর খণ্ডকালীন চাকরির জন্য নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করেছে, কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। দেখা গেছে, শিক্ষকদের বিদেশে উচ্চশিক্ষাকে সব সময় উৎসাহিত করা হয়। এ জন্য সরকার বিশেষ বরাদ্দও দিয়ে আসছে। বিদেশে গমনকারী শিক্ষকরা বৈতনিক, অবৈতনিকসহ বিভিন্ন ভাবে সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত ছুটি নিতে পারেন। পাওনা ছুটির বাইরে কেউ ছুটি ভোগ করলে আইন অনুযায়ী তাকে সমপরিমাণ সময় চাকরি করার পর অব্যাহতি নিতে হবে। এ সময় গৃহীত সমুদয় অর্থও তাকে ফেরত দিতে হবে। যেহেতু নিয়মানুযায়ী শিক্ষকরা সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত শিক্ষা ছুটি নিতে পারেন এবং এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বেতন-ভাতা সবই পরিশোধ করে, তাই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা আইনের এই ফাঁককে কাজে লাগিয়ে ছুটিতে গিয়ে অনেকে বাইরে আয়-উপার্জন করে আবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও টাকা উত্তোলন করেন। এরপর বিদেশে গমনকারীদের অনেকে স্থায়ীভাবে আবাস গেড়ে থাকেন সেখানে।